প্রথম আলো

12 MAR 2015

চট্টগ্রামে সাংবাদিকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা

আজ প্রেসক্লাব চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

চট্টগ্রামের লালদীঘি মাঠে ১৪ দলের সমাবেশের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন কয়েকজন সাংবাদিক। গতকাল বুধবার বিকেলে সমাবেশে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বক্তৃতা করার সময় এ ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় প্রেসক্লাব চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সমাবেশের সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন বিভিন্ন পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকেরা। সমাবেশে ওবায়দুল কাদের বক্তৃতা করার সময় চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের ক্যামেরাম্যান শফিক আহমেদ সাজিদ মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে তা ধারণ করছিলেন। এ সময় ছাত্রলীগের কর্মীরা লাফালাফি করে মুহুর্মুহু স্লোগান দিচ্ছিলেন। তাতে ক্যামেরায় বক্তৃতা ধারণে সমস্যা হওয়ায় শফিক তাঁর কাজ নির্বিঘ্ন করতে স্লোগান বন্ধের অনুরোধ জানান। এতে ছাত্রলীগের কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে তাঁরা শফিককে লাথি মারেন। এটা দেখে ওই চ্যানেলের প্রতিবেদক জামশেদ করিম এগিয়ে গেলে তাঁকেও এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি মারা হয়। এই দৃশ্য দেখে অন্য সাংবাদিকেরা এগিয়ে এলে তাঁদের ওপরও চড়াও হন ছাত্রলীগের উচ্ছৃঙ্খল কর্মীরা।

একপর্যায়ে তাঁরা শফিককে লাথি মারেন। এটা দেখে ওই চ্যানেলের প্রতিবেদক জামশেদ করিম এগিয়ে গেলে তাঁকেও এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি মারা হয়

সাংবাদিকদের ওপর হামলার দৃশ্য দেখে কয়েকজন নেতা পরিস্থিতি সামাল দিতে মঞ্চ থেকে নেমে আসেন। তখন তাঁদেরও কেউ কেউ মারধরের শিকার হন। পরে কেন্দ্রীয় নেতারা চিৎকার করে কর্মীদের থামিয়ে দেন।

হামলার শিকার সাংবাদিক জামশেদ করিম বলেন, মুহুর্মুহু স্লোগানের কারণে বক্তৃতা ধারণে সমস্যা হচ্ছিল। তাই বক্তৃতা রেকর্ডের সুবিধার্থে নেতা-কর্মীদের থামতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

হামলার প্রতিবাদে সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন ও টিভি সাংবাদিকেরা প্রেসক্লাবে জরুরি বৈঠক করেন। সেখানে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ছাড়া হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানানো হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এজাজ ইউসুফী।

চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হাসান ফেরদৌস জানান, এ ঘটনায় ওবায়দুল কাদের প্রেসক্লাবে এসে দুঃখ প্রকাশ করে গেছেন। তিনি দোষী কর্মীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।